প্রথম আলো
23 FEB 2026

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যচুক্তির শুল্কসুবিধার চিত্র

সুবিধার ধরন	২০২৫ সালে আমদানি-রপ্তানি	শুল্কসুবিধার আওতাধীন পণ্য	পণ্যের মূল্য	সম্ভাব্য শুল্কছাড় কত
যুক্তরাষ্ট্রের ৬,৭১০ পণ্যে শুল্কছাড়	২৬৩ কোটি ডলারের ২,৩৩৬ পণ্য	যুক্তরাষ্ট্রের ২,০১৬টি পণ্য আমদানি	৬৫ কোটি ডলার	বাংলাদেশের রাজস্ব ছাড় ৪১৯ কোটি টাকা
তৈরি পোশাক ছাড়া বাংলাদেশের ১,৬৩৮ পণ্যে পাল্টা শুল্ক ছাড়	১২৩ কোটি ডলারের ৬১৯ পণ্য	বাংলাদেশের ১৪টি পণ্য রপ্তানি	৬.৭০ লাখ ডলার	যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ছাড় দেড় কোটি টাকা, পাল্টা শুল্ক বাতিলের পর ছাড় শূন্য

*বাংলাদেশের শুল্কছাড়ের (সিডি, এসডি ও আরডি) হার ১ থেকে ৮৩০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কছাড় ১৯ শতাংশ, যা দেশটির আদালতে বাতিল।

সূত্র : এনবিআর, ইউএসটিআর, হোয়াইট হাউস ফ্যাক্টশিট

মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি ও পাল্টা শুল্ক

৯ ফেব্রুয়ারি
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি, বাংলাদেশের পণ্য পাল্টা শুল্কহার ১৯%।

২১ ফেব্রুয়ারি
সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বৈশ্বিক পাল্টা শুল্কহার বাতিল।

২১ ফেব্রুয়ারি
১৫০ দিনের জন্য নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা ট্রাম্পের, কার্যকর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে।

২২ ফেব্রুয়ারি
আরও ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের। কার্যকর খুব শিগগির।

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধার পাল্লা আরও ভারী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি

চুক্তি কার্যকর হলে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্যে শুল্কছাড় দিতে হবে, তাতে রাজস্ব আয় কমতে পারে প্রায় ৪১৯ কোটি টাকা।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমানোর লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে সই হওয়া বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকেরা। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট সেই পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করার পর চুক্তিটি নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়েছে।

দুই দেশের বাণিজ্য তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, পাল্টা শুল্কচুক্তিতে সুবিধার ভারসাম্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্লা ভারী। চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্কছাড় দিতে হবে। তার বিপরীতে বাংলাদেশের ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে পাল্টা শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু যে পাল্টা শুল্ককে কেন্দ্র করে এই সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেটিই এখন দেশটির আদালতের রায়ে বাতিল। তাতে বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের সুবিধা অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়বে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের ২০২৫ সালের আমদানি-রপ্তানি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের যেসব ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্কছাড়ের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত ২ হাজার ১৬টি পণ্য গত বছর বাংলাদেশ আমদানি করেছে। এসব পণ্যের মোট আমদানিমূল্য ছিল প্রায় ৬৫ কোটি মার্কিন ডলার। চুক্তি কার্যকর হলে ধাপে ধাপে এসব পণ্যের শুল্ক কমানো বা বাতিল করা হলে তাতে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় কমতে পারে প্রায় ৪১৯ কোটি টাকা।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি পণ্যে যেসব সুবিধার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবচিত্র খুবই সীমিত। চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে যে সুবিধার কথা বলেছে, গত বছর সেই তালিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ১৪টি পণ্য। এসব পণ্যের মোট রপ্তানিমূল্য ছিল প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। বাংলাদেশ যদি এসব পণ্যে পাল্টা শুল্কসুবিধা পেত, তাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে রাজস্ব ছাড় দিতে হতো প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার বা প্রায় দেড় কোটি টাকা।

> **যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই পাল্টা শুল্ক আদালতে অবৈধ ঘোষণা হয়েছে। ফলে চুক্তির তাৎপর্য অনেকটাই কমে গেছে।**
>
> মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। তাই নতুন করে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে চুক্তি বহাল থাকলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সুবিধা আরও কমে যাবে। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ নেমে আসবে প্রায় ১ লাখ ডলার বা ১ কোটি ২৩ লাখ টাকায়।

এনবিআরের তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, তৈরি পোশাক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বড় রপ্তানি পণ্যের একটি 'হ্যাট অ্যান্ড আদার হ্যাটগিয়ার' শ্রেণির পণ্য। গত বছর শ্রেণির পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি ডলারের। বাণিজ্যচুক্তি অনুযায়ী, এই একটি পণ্যে শুল্কসুবিধা মিললে ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যের সম্মিলিত সুবিধার তুলনায় প্রায় ৩৭০ গুণ বেশি লাভবান হতে পারত বাংলাদেশ।

তাই সব মিলিয়ে যে চিত্র দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যেসব পণ্যে সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলোর রপ্তানি খুবই সীমিত। ফলে চুক্তি কার্যকর হলে বাণিজ্য ভারসাম্যে সুবিধার পাল্লা তুলনামূলকভাবে আরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেছিলেন, দুটি বড় অর্জন হয়েছে। পাল্টা শুল্কহার ২০ শতাংশ থেকে কমে ১৯ শতাংশ হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক শূন্য হবে। তবে পাল্টা শুল্ক বাতিলের পর সেই দুই সুবিধাই কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বাণিজ্যচুক্তির ভবিষ্যৎ কী

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) ওয়েবসাইটে শনিবার পর্যন্ত আটটি 'রেসিপ্রোক্যাল ট্রেড' চুক্তির দলিল প্রকাশ করা হয়েছে। এই আট দেশের একটি বাংলাদেশ।

এই অবস্থায় চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান শনিবার মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তিটি হয়তো বাতিল হয়ে যাবে। বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। ২৪ ফেব্রুয়ারির পর বোঝা যাবে, কী হতে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই পাল্টা শুল্ক আদালতে অবৈধ ঘোষণা হয়েছে। ফলে চুক্তির তাৎপর্য অনেকটাই কমে গেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র চাইলে দেশভিত্তিক বা পণ্যভিত্তিক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারে, যা বাংলাদেশকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রথম আলো

23 FEB 2026

কাঁচা পাট রপ্তানির ঋণ পুনঃ তফসিলের মেয়াদ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংক কাঁচা পাট রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণ পুনঃ তফসিল সুবিধার মেয়াদ আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এর আওতায় ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঋণের স্থিতির ওপর ২ শতাংশ জমা দিয়ে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ঋণ পুনঃ তফসিল করা যাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ গতকাল রোববার এ নিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, কাঁচা পাট রপ্তানি খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে নেওয়া পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলোর শর্ত পূরণে রপ্তানিকারকদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কাঁচা পাট রপ্তানিজনিত জটিলতার কারণে এ খাতের গ্রাহকেরা এখনো পুনঃ তফসিল সুবিধা গ্রহণের জন্য এককালীন টাকা জমা দিয়ে ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বরাবর আবেদন দাখিল করতে পারেননি। এ জন্য কাঁচা পাট রপ্তানিকারকদের পুনঃ তফসিল সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধি করা হলো।

এর আগে ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে বলেছিল, কাঁচা পাট রপ্তানিকারকদের প্রজ্ঞাপন জারির ছয় মাসের মধ্যে ঋণ পুনঃ তফসিলের আবেদন জমা দিতে হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
23 FEB 2026

উত্তরা ইপিজেডে

পোশাক কারখানা স্থাপনে ২ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে হংকংয়ের তিয়ানফোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে ১৯ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন বা প্রায় ২ কোটি ডলার বিনিয়োগে তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করবে হংকংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল কোম্পানি লিমিটেড। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে একটি লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে প্রতিষ্ঠানটি। কারখানাটি চালু হলে এখানে ৩ হাজার ২৫৪ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঢাকার বেপজা কমপ্লেক্সে গতকাল এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান দুটি চুক্তিবদ্ধ হয়। এ সময় বেপজার নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন এবং তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইলের পরিচালক জি ঝেনিউ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল বার্ষিক ৭০ লাখ পিস বিভিন্ন ধরনের ওভেন ও নিট গার্মেন্টস যথা বটম, টপ, শার্ট, জিন্স, জ্যাকেট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, স্পোর্টসওয়্যার, সোয়েটার, হুডিসহ সব ধরনের জার্সি উৎপাদন করবে। কারখানাটি ২৪ হাজার. বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মাণ করা হবে। এখানে উৎপাদিত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বাজারে রফতানি করা হবে।

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান সব ধরনের সহায়তা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে বেপজার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'নতুন সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের সেবা দিতে বিশেষভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।' পাশাপাশি রফতানিমুখী শিল্পের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্প খাতকে শক্তিশালী করতে প্রতিষ্ঠানটিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানসম্মত কাঁচামাল দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহের আহ্বান জানান বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান।

তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইলের পরিচালক জি ঝেনিউ বেপজার বিনিয়োগবান্ধব নীতির প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশকে বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, উত্তরা ইপিজেডে এপ্রিল থেকে কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং আগামী বছর থেকে পণ্য রফতানি কার্যক্রম শুরু করার আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এএসএম আনোয়ার পারভেজসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
খনিজ উন্নয়ন ব্যুরো

Govt to hold talks with U over fate of trade dea

Dhaka weighs next steps as Washington signals continuation of trade agenda through alternative legal routes

REFAYET ULLAH MIRDHA

The government will hold talks with the United States Trade Representative (USTR) this week to determine whether the recently signed bilateral trade deal remains valid after America's Supreme Court struck down a large swathe of President Donald Trump's tariffs on Friday.

The US top court, in its ruling, declared that Trump had exceeded his authority under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) by imposing sweeping reciprocal tariffs without congressional approval. The ruling limits the president's authority to impose tariffs under the law, and it is unclear whether agreements concluded under that authority remain valid.

Speaking to The Daily Star over the phone, Commerce Secretary Mahbubur Rahman said, "Firstly, we will observe their position and status of the previous trade agreement with the US."

"We will also hold stakeholder meetings with the local business community to let them know about the agreement and the latest situation," he added.

The interim government signed the American Reciprocal Tariff (ART) agreement on February 9, just three days before national elections, committing Bangladesh to importing substantial volumes of American goods to narrow the bilateral trade gap.

The haste was deliberate. When President Donald Trump announced his "Liberation Day" tariffs in April last year, setting Bangladesh's rate at 37 percent, Dhaka watched rival exporters such as Vietnam and China move quickly to negotiate lower rates. Bangladesh eventually secured a 19 percent tariff after signing the deal.

Two pressures drove the rush, according to Secretary Rahman. The tariff rates being offered to competing countries were uneven, and Washington was pushing for a quick signature before a new government took office and potentially stalled negotiations.

Now, with the US court ruling, the legal ground has shifted.

"We will have to talk with the USTR first about whether the already signed agreement will be cancelled or not, as the deal was signed in reference to the presidential power under IEEPA," Rahman said.

Meanwhile, following the court ruling, Trump slapped a new 15 percent tariff on all US imports and ordered new trade investigations that could lead to additional levies in the coming months, while insisting that trade and investment deals reached with nearly 20 countries -- most with higher tariffs -- should remain untouched.

Dhaka is proceeding c
universal tariff applies
Bangladesh sees little urg
"In that case, Banglad
with the US," said the s
discriminatory rates re-en
to move quickly to secure
"This time Bangladesh
as it did earlier, and the go
he added.
The USTR, for its part,
it intends to press ahead
other means.
In a statement, it
December 2025, Am
17 percentage point
in part due to deals
place while opening
exports.
The office said
investigations under
Act of 1974, targeti
including industrial
pharmaceutical pr
against American tec
"Our partners hav
in good-faith negotia
the pending litigatio

...ks with USTR ... trade deal

...ington signals continuation ...ternative legal routes

The Daily Star

23 FEB 2026

...new government took ...otiations.

..., the legal ground has ...

... the USTR first about ...ment will be cancelled ...d in reference to the ... Rahman said.

...court ruling, Trump ...on all US imports and ...ns that could lead to ...nonths, while insisting ...eached with nearly 20 ...riffs -- should remain untouched.

Dhaka is proceeding carefully. If the new 15 percent universal tariff applies equally to all countries, Bangladesh sees little urgency to re-engage.

"In that case, Bangladesh will delay in negotiations with the US," said the secretary, noting that should discriminatory rates re-emerge, the government intends to move quickly to secure a lower ceiling.

"This time Bangladesh will not send any letter quickly as it did earlier, and the government will go slowly now," he added.

The USTR, for its part, signalled on February 20 that it intends to press ahead with Trump's trade agenda by other means.

In a statement, it noted that between April and December 2025, America's goods trade deficit fell 17 percentage points from a 40 percent deficit, in part due to deals that kept protective tariffs in place while opening foreign markets to American exports.

The office said it would launch fresh investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974, targeting practices it deems unfair, including industrial overcapacity, forced labour, pharmaceutical pricing, and discrimination against American technology firms.

"Our partners have been responsive and engaged in good-faith negotiations and agreements despite the pending litigation, and we are confident that all

FROM PAGE B1

trade agreements negotiated by President Trump will remain in effect," the USTR said.

The American Apparel and Footwear Association, in a separate statement issued on February 20, struck a different note, welcoming the court's ruling and calling for swift refunds of tariffs it described as unlawfully collected.

"We are confident in Customs and Border Protection's (CPB) ability to move quickly and provide clear guidance to American businesses on how to obtain refunds for tariffs that were unlawfully collected," said Steve Lamar, the association's president and chief executive.

"CBP's recently modernised, fully electronic refund process should help to expedite this effort," he added.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

2 3 FEB 2026

China-based firm to invest $19.6m in Uttara EPZ

STAR BUSINESS REPORT

Tianford Bangladesh Textile Co Ltd, a China (Hong Kong)-based firm, is set to establish a readymade garment (RMG) manufacturing unit inside Nilphamari's Uttara Export Processing Zone (EPZ) with an investment of $19.59 million.

The company signed a land lease agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) yesterday at the Bepza Complex in Dhaka, according to a press release.

The project is expected to create employment opportunities for 3,254 Bangladeshi nationals.

On 24,000 square metres of land, the company will manufacture 7 million pieces of woven and knit garments annually, including bottoms, shirts, jeans, jackets, and sweaters.

The products will be exported to major global markets, including the USA, Canada, Japan, China, Australia, Brazil, the UK, and the EU.

The company will manufacture 7 million pieces of woven and knit garments annually, including bottoms, shirts, jeans, jackets, and sweaters

Md Tanvir Hossain, executive director for investment promotion of Bepza, and Ge Zhenyu, nominee director of Tianford Bangladesh Textile, signed the agreement on behalf of their respective organisations.

Bepza Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain, who witnessed the signing, said the new government has assumed office with a strong focus on promoting investment.

He reaffirmed Bepza's commitment to providing modern, investor-oriented services and encouraged the firm to source quality raw materials locally to strengthen domestic industries.

Ge Zhenyu expressed confidence in Bangladesh as an attractive destination for global investors. He informed that factory construction will commence in April this year, with exports expected to begin next year.

From Bepza, Md Imtiaz Hossain, member (engineering); ANM Foyzul Haque, member (finance); Md Tanvir Hossain, executive director (investment promotion); and Mohammad Anamul Haque, project director, were also present at the signing ceremony.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
23 FEB 2026

2025 RMG exports to US increase 11.75pc

Vietnam surpasses China to become the largest exporter to the world's largest economy

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports to its largest destination, the United States, sustained double-digit growth both in terms of value and volume in 2025 amid the declining US import trend caused by tariff-related tension and uncertainty.

Vietnam became the top exporter of apparel items to the US during the January-December period of 2025, surpassing China.

Local garment items fetched $8.20 billion last year, recording 11.75 per cent growth from $7.34 billion in 2024, according to the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) data released on February 19.

In this period, Bangladesh shipped 2.66 billion square metres (SME) of apparel, marking 12.36 per cent growth from 2.36 billion square metres exported in 2024.

Although the overall apparel export growth in this period maintained double-digit expansion, shipments in May, October, and November fell by 8.01 per cent, 11.59 per cent, and 14.51 per cent, respectively, the data shows.

In December, exports again entered the positive territory with 3.33 per cent and 1.39 per cent year-on-year growth in terms of value and volume, respectively.

The overall US apparel imports in 2025 declined by 1.70 per cent to $77.88 billion from $79.23 billion in 2024.

Imports also decreased by 3.62 per cent in terms of volume, reaching 24.81 billion square metres from 25.74 billion square metres in 2024.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, attributes the overall growth to the pre-tariff additional work orders and advanced shipments in fear of high tariffs until July, when the country recorded significant growth, especially in the early months of 2025.

But after the imposition of new tariffs, initially 37 per cent and then finally 19 per cent, on Bangladesh, buyers placed reduced work orders following a decline in US demands, mostly because of the high reciprocal tariffs on the major garment-producing countries, including China and India, he tells The Financial Express.

US buyers placed fewer work orders after July due to high tariffs, which also eroded consumer demand, he says.

They were converting their purchasing budget to match the tariffs as they did not have an additional budget, says Islam.

However, he hopes buyers will start placing higher-volume orders following the US High Court verdict, and a universal 10-15 per cent tariff will be applicable to all garment-producing countries, which buyers will manage.

Risk factors against Bangladesh will improve with the national elections and a stable political situation, he says.

Mahmud Hasan Khan, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says reciprocal tariffs for Bangladesh were lower than those for China and India, which put it in an advantageous position.

Besides, orders from China shifted to other countries, and some also came here, he tells The Financial Express.

US garment imports from China declined by about 35.61 per cent to $10.64 billion in 2025 from $16.52 billion in 2024, according to the data.

Vietnam registered 11.84 per cent growth to earn $16.74 billion and became the top exporter of apparel to the US in 2025.

India recorded over 5.48 per cent growth, earning $4.94 billion, while Cambodia posted the highest growth of 26.95 per cent, fetching $4.82 billion.

Indonesia and Pakistan saw 9.67 per cent and 10.76 per cent growth, earning $4.66 billion and $2.39 billion, respectively, according to the data.

The BGMEA leader fears low or no growth in February due to the national elections, saying buyers have held up some orders over uncertainties related to the polls.

He notes that China and India have grabbed work orders from the European Union (EU) buyers aggressively, offering lower prices to offset the high US tariff impacts even after making losses.

"But such a trend cannot sustain. How long can one do business by incurring losses?" he says, expecting orders will again shift here.

Bangladesh can do better if the newly elected government provides the required policy support, Khan says.

Manufacturers mostly need uninterrupted gas and electricity supply, reduced bank interest rates, higher Chittagong port efficiency, and a stable law and order situation, he adds.

AK Azad, managing director of Ha-Meem Group, tells The Financial Express that Bangladesh is competitive compared to neighbouring countries.

He also says growth may be higher in the coming days if the government provides policy support, especially by lowering bank interest rates, ensuring a smooth supply of utilities, and improving the law and order situation.

"Otherwise, it will be difficult to sustain the double-digit growth," he says, adding that the country will also lose its competitiveness if it graduates from the least developed country (LDC) status in 2026.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
তারিখ

The Financial Express

23 FEB 2026

BB extends loan rescheduling deadline for raw jute exporters

Bangladesh Bank (BB) extended on Sunday the deadline for raw jute exporters to apply for loan rescheduling, aiming to support businesses facing liquidity challenges and help regularise defaulted loans, reports UNB.

According to a circular issued by the Banking Regulation and Policy Department (BRPD) of the central bank, exporters now have until June 30, 2026, to submit their applications.

Earlier, exporters were required to apply by December 31, 2025, by making a down payment or a one-time deposit of two percent of their existing loan as of December 31, 2024.

Many could not meet the deadline due to complications in both global and domestic export markets.

Under the revised directive, customers can apply to the concerned bank by depositing 2.0 per cent of their defaulted (classified) loan balance.

The BB said the extension aims to safeguard the interests of exporters and ensure the continued dynamism of the country's export trade.

The facility is strictly reserved for exporters of raw jute who are classified as 100 per cent foreign currency earners. By extending the window, the central bank aims to ensure stability in a sector that has faced significant difficulties in fulfilling debt obligations within the original timeframe.

This latest directive was issued by the BRPD under the authority of Section 45 of the Bank Company Act, 1991. It references and builds upon existing guidelines, specifically BRPD Circular Letter No. 27 (dated July 7, 2022) and BRPD Circular Letter No. 21 (dated October 13, 2025).

The central bank confirmed that all other instructions and conditions stipulated in the previous circulars remain unchanged.

The instruction has been formally dispatched to the Managing Directors and Chief Executive Officers of all scheduled banks operating in Bangladesh. The directive, signed by Md Bayezid Sarker, Director (BRPD), is effective immediately.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

23 FEB 2026

China (HK) firm to invest $19.59m in RMG factory at Uttara EPZ

Tianford Bangladesh Textile Company Limited, a China (Hong Kong)-based company, has signed a land lease agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) to establish a garment manufacturing facility at Uttara Export Processing Zone (EPZ), with an investment of US$19.59 million, reports UNB.

Md Tanvir Hossain, Executive Director (Investment Promotion) of BEPZA, and Ge Zhenyu, Nominee Director of Tianford Bangladesh Textile Co, Ltd, signed the agreement on behalf of their respective organisations at the BEPZA Complex in Dhaka on Sunday.

BEPZA Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain witnessed the signing ceremony.

The factory is expected to have an annual production capacity of approximately seven million pieces and create employment opportunities for 3,254 Bangladeshi nationals.

According to BEPZA officials, the company will establish the factory on 24,000 square metres of land at Uttara EPZ.

The facility will manufacture a wide range of woven and knit garments, including bottoms, tops, shirts, jeans, jackets, T-shirts, polo shirts, sportswear, sweaters, hoodies and various types of jersey products.

Its products will be exported to major international markets including the United States, Canada, Japan, China, Australia, Brazil, the United Kingdom and European countries.

BEPZA Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain reaffirmed the authority's commitment to ensuring seamless services and maintaining a business-friendly environment to support successful implementation of the project.

The Business Standard

23 FEB 2026

Tianford to invest $19.59m in Uttara EPZ garment factory

INVESTMENT – BANGLADESH

TBS REPORT

A Hong Kong-based textile manufacturer has signed an agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) to invest $19.59 million in setting up a ready-made garments (RMG) factory at Uttara EPZ, expected to generate employment for 3,254 Bangladeshi nationals.

The agreement was signed yesterday at the Bepza Complex in Dhaka. Md Tanvir Hossain, executive director (investment promotion) of Bepza, and Ge Zhenyu, nominee director of Tianford Bangladesh Textile Co Limited, signed the agreement on behalf of the their respective sides.

Zhenyu informed that construction of the factory will commence from April this year and expressed hope that the company will be able to start exporting its products from next year.

The company will manufacture a wide range of woven and knit garments, including bottoms, tops, shirts, jeans, jackets, T-shirts, polo shirts, sportswear, sweaters, hoodies and all kinds of jersey, with an annual production capacity of 7 million pieces.

The factory will be set up on 24,000 square meters of land. Its products will be exported to major international markets including the USA, Canada, Japan, China, Australia, Brazil, the UK and European countries.

Md Tanvir Hossain, executive director (investment promotion) of Bepza, and Ge Zhenyu, nominee director of Tianford Bangladesh Textile Co Limited, sign an agreement at the Bepza Complex in Dhaka yesterday. PHOTO: COURTESY

Welcoming the investor, Bepza Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain, who witnessed the signing ceremony, reaffirmed the Authority's commitment to providing seamless services and a business-friendly environment to ensure the successful implementation and operation of the project.

তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা ★